REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ।০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ভিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩২শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 17th August 1927. | ১৪শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

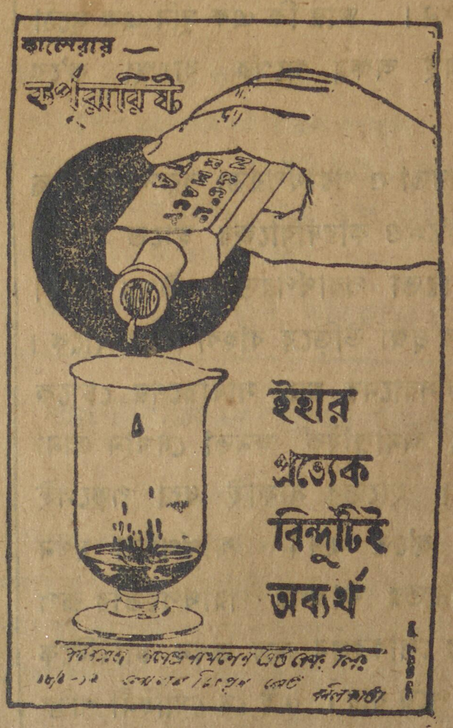

কর্পূরারিষ্ট ঘরে করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩২শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

স্বার্থপরতা বনাম পরার্থপরতা।

—•—

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন—

আপদার্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ
ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি
ধনৈরপি॥

আবার তাঁদেরই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—

ধনানি জীবতশ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ
উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাসে নিয়তে
সতি॥

একবার তাঁরা বলছেন যে "আপনি বাঁচলে বাপবরাপের নাম।" আবার বলছেন "পরের জন্য যদি আপনাকে উৎসর্গ না করলে তো করলে কি?" কাজেই লোকে যখন যা' করুক না কেন, নিজের কার্য্যের পোষকতা করবার নজীরের অভাব নাই। সয়তানের অপকর্ম্মের যখন কৈফিয়ৎ আছে তখন যত অপকার্য্যই কর না কেন শাস্ত্র প্রসাদাৎ অনুকূল নজীরের অভাব নাই। তবে একটু চালাকী বিদ্যে জানা থাকা চাই। যে যত চালাক সেই তত কম ঠকে। অন্যকে ঠকিয়ে ধন, মান, যশ সবই করতলগত করে ফেলে। ধর্ম্ম বা পুণ্য সেটা যখন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান দেখবার উপায় নাই তখন ধরে কে? দৃষ্টান্ত আছে বলি রাজা সর্ব্বস্ব দান করে পাতালে ঠাঁই পেলেন। আর কি এক মুনি এক মুঠো ছাতু দিয়েই অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা ক'রে নিলেন।

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হ'লেও কায়দাবাজের হাতে প'ড়ে পূর্ণ স্বার্থপরতা পরার্থপরতার উপর টেক্কা মেরে যশের ধ্বজা উড়িয়ে বাহবা নিয়ে থাকে। তবে ম্যাজিসিয়ানের মত সাধারণের চোকে ধুলি দিয়ে অমানুষিক ক্ষমতা দেখান জানা থাকা চাই। হাতের সাফাই ধরা পড়লেই হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। স্বার্থপরতা যখন সাফাই হাতের কায়দায় পরার্থপরতার রূপ ধারণ ক'রে লোকরঞ্জন করে তখন চারিদিকে হাততালি পড়ে যায়। এই যে মোহিনী শক্তি যা' হয়কে নয় করে নয়কে হয় করে, এর নাম ভাবের ঘরে চুরি। এই ভাবের ঘরের চোর অন্যের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক নিজের বিবেকের চোকে ধূলি দিতে পারে না। অন্যের কাছে ভেল মাল সাচ্চা ব'লে চালান যত সোজা নিজের মনের কাছে চালান তত সোজা নয়। পরার্থপরতাকে আপাততঃ স্বার্থপরতা পরাস্ত করলেও চরমে স্বার্থপরতার পরাজয় অবসম্ভাবী।

'কেউ মরে বিল ছিঁচে কেউখায় কৈ।
যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ'॥

বেশী দিন চলে না। ভাবের ঘরে চুরি করে যতই বড় হওনা কেন,

আসিবে! এ দিন আসিবে!
যেদিন ও ভুঁড়ি ফাঁসিবে।

ছারপোকার প্রতিকার।

—•—

হিং আন্দাজমত জলে গুলিয়া নেকড়া দ্বারা তাহা ঘরের মেজে ও দেওয়ালে লেপিয়া দিতে হইবে। চৌকি থাকিলে তাহার উপরি ভাগ হিংয়ের দ্বারা লেপন করিতে হইবে ও গরম জল ছিদ্রগুলিতে ঢালিয়া দিতে হইবে। কাপড় চোপড় প্রভৃতি সম্ভবপর গরম জলে ডুবাইতে হইবে ও অন্যান্য দ্রব্যগুলি রৌদ্রে দিলেই হইবে। হিংয়ের পরিমাণ এরূপ হওয়া দরকার, যাহাতে তাহার গন্ধ ঘরের চতুর্দ্দিকে তীব্রভাবে ছড়াইয়া পড়ে। একবার অথবা দুইবার এরূপ করিলে আর ছারপোকা দেখা দিবে না।

প্রাপ্ত।

—•—

শ্রীযুক্ত 'জঙ্গিপুর সংবাদের' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার সংবাদ পত্রের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখের সংখ্যায় "ঠাকুর বাড়ীর দুর্দ্দশা" শীর্ষক সংবাদে আপনি হিন্দু সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালের সম্মুখস্থ স্বর্গীয় সিয়ারাম দাস বাবাজীর ঠাকুর বাড়ীর ৺বিগ্রহের সেবার সাহায্য করিতে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে চাঁচল রাজষ্টেটের অবসর প্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সিংহ মহাশয় মাসিক ২৲ দুই টাকা হিসাবে ৺ঠাকুরদের সেবার জন্য দান করিবেন বলিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার সেই দান গ্রহণ করিয়া ৺ঠাকুরদের সেবাকার্য্যে ব্যয় করিব। আমি সিংহ মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। তাঁহার আদর্শে যদ্যপি অন্যান্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যাঁহার যাহা সাধ্য ৺বিগ্রহের সেবার জন্য দিলে সাদরে গৃহীত হইবে। এবং যিনি যাহা দিবেন তাহা স্থানীয় সংবাদ পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া অন্তরের সহিত বলিব "দাতা শতং জীবতু"।

বিনীত—
শ্রীবালখণ্ডী দেব শর্ম্মা,
সেবাইত।

বিধবা-বিবাহে চাতুরী।

—•—

সংপ্রতি সংবাদপত্রে আর্য্যসমাজীদের বিরুদ্ধে একটা দারুণ অভিযোগ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকাশ, বাঙ্গালী বিধবাদিগকে বিবাহ করিয়াও পাঞ্জাবে লইয়া গিয়া কেহ কেহ আবার তাহাদিগকে সীমান্ত অঞ্চলে বিক্রয় করে। কোন কোন বিধবা দাসীবৃত্তি, কেহ বা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া অবশিষ্ট জীবন দুঃখ কষ্টে কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। সীমান্ত অঞ্চলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। সেখানে স্ত্রীলোকদের আমদানী করিয়া কতকগুলি লোক বেশ ব্যবসা চালাইতেছে। কোন কোন বাঙ্গালী বিধবা হাত পাল্‌টাইতে পাল্‌টাইতে ওয়াজিরিস্থানে যাইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্য অনুসারে বিধবার দাম কম বেশী হয়। আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃপক্ষ এ অভিযোগের উত্তরে কি বলিতে চাহেন, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ তাহা জানিতে চাহে।

শ্বেতাঙ্গদের কাণ্ড।

—•—

পত্রান্তরে প্রকাশ গত ১৭ই জুলাই রাত্রি প্রায় ১১টার সময় রাজসাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কৃপালানী স্থানীয় ক্লাব হইতে ফিরিবার সময় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। শ্বেতাঙ্গরা নাকি তাঁহাকে মারিতে মারিতে একটা পুকুরে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কালেকটারের চাপরাশী তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া অগ্রসর হইলে দুর্ব্বৃত্তেরা মোটরে চড়িয়া পলায়ন করে।

ব্রজনাথ মন্দির।

—•—

ব্রজনাথ মন্দির ধ্বংসের অপকার্য্যের প্রতিকার করিবার জন্য গবর্ণর কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শুনিয়া মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন। গবর্ণর হিন্দু সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও জনমতের মর্য্যাদা রাখিয়াছেন ইহা একান্ত সুখের বিষয়। গবর্ণর পুলিশ কমিশনারকে মন্দির আগের মত নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন, আমরা আশা করি যথা সম্ভব সত্বর মন্দির উঠিবে ও লিঙ্গ যথাস্থানে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতে থাকিবেন। ব্রজনাথ মন্দিরের ব্যাপারে হিন্দু সাধারণ যে দৃঢ় চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন ধর্ম্মরক্ষার তাহা অপরিহার্য্য—আর বাংলার নূতন শাসক এ ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠার যে ত্বরিত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বেরই পরিচয় ফুটিয়াছে।

কারামুক্তের অভিনন্দন।

—•—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়াছেন। দীর্ঘ দিনের অনিশ্চিত বন্দীত্বের দায় হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ইহা বিশেষ সুখের বিষয়—আশা করিতেছি নূতন গবর্ণরের আমোলে সুভাষ সত্যেন্দ্রের অনুসরণে রাজবন্দী সকলেই মুক্তি পাইবেন। ফরোয়ার্ড সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ১৫ দিন অশ্রম কারাদণ্ডের পর মুক্ত হইয়াছেন।

বড়লাটের সহৃদয়তা।

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে উতকামন্দে একদল ব্রতী বালক বড়লাট লর্ড আরউইনকে অভিনন্দন করে। এই সময়ে বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু ব্রতী বালকগণ বৃষ্টির মধ্যেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকে। উহা দেখিয়া বড়লাট খুব সন্তুষ্ট হন এবং নিজেও প্রায় ১৫ মিনিট বৃষ্টিতে ভিজিয়া ব্রতী বালকগণের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। বড়লাট বলেন যে, বালকগণ যদি বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, তবে ভারতীয় ব্রতী বালকদলের নেতাও (বড়লাট স্বয়ং) বৃষ্টি সহ্য করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধি।

বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে উহাতে জানা যায় যে, ৩০শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ রঙ্গপুর, মালদহ, বরিশাল ও চট্টগ্রামে কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সপ্তাহে বসন্ত রোগে দিনাজপুরে ২১ জন, রঙ্গপুরে ২০ জন, মালদহে ১২ জন ও বীরভূমে ১০ জন লোক মারা গিয়াছে।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা আমার দেবোত্তর ও অদেবোত্তর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ আমার এষ্টেটভুক্ত যাবতীয় সম্পত্তির প্রজা ও কর্ম্মচারীগণকে জানাইতেছি যে, হাইকোর্টে দাখিলী সোলেনামার সর্ত্তানুসারে শ্রীমান্ শ্যামাচরণ নাথ ও শ্রীমান্ রাধাবল্লভ নাথ আমার দেবোত্তর, অদেবোত্তর, স্থাবর, অস্থাবর যাবতীয় এষ্টেট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ আমার জীবিত কালতক ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি তাঁহারাই আমার পক্ষে আমার যাবতীয় এষ্টেট দখল করিতেছেন। উক্ত সোলেনামায় একটী বিশেষ সর্ত্ত আছে যে ৺বৃন্দাবনধামে যে শ্রীশ্রী৺ব্রজরাখাল দেব ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ঐ দেব ঠাকুরের সেবা পূজার খরচ নির্ব্বাহ জন্য জেলা বীরভূম কালেক্টরীর ৯৯৯ নং তৌজি বিরোহী মহাল উক্ত দেব ঠাকুরকে অর্পণ করিতে পারিব এবং আমার জীবন কালতক আমিই সেবাইত থাকিব, কিন্তু উক্ত ম্যানেজারগণ উক্ত বিরোহী মহাল ম্যানেজ করিবেন এবং ঐ সম্পত্তির আয় হইতে উক্ত ৺ঠাকুর সেবা পূজা চালাইবেন। উক্ত সোলেনামা অনুযায়ী অর্পণনামা হইতেছে এইরূপ ভুল বুঝাইয়া শ্রীমান্ গোবিন্দদাস নাথ উক্ত বিরোহী মহাল সহ অন্যান্য বহু সম্পত্তির এক অর্পণনামা সম্পাদন করাইয়া লইয়াছেন ও তাহাতে তিনি নিজেকেই সেবাইত লেখাইয়া লইয়াছেন। প্রকৃত অবস্থা আমি জানিতে পারিলে সোলেনামার বিপরীতে কোন দলিল সম্পাদন করিতাম না। ঐ অর্পণনামা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ও পণ্ড দলীল বিধায় তোমাদিগকে এই নোটীশ দিয়া জানাইতেছি যে, শ্রীমান্ শ্যামাচরণ নাথ ও শ্রীমান্ রাধাবল্লভ নাথই আমার দেবোত্তর, অদেবোত্তর, স্থাবর, অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির আমার জীবনকালতক ম্যানেজার আছেন, তোমরা তাঁহাদের আদেশ উপদেশমত কার্য্য করিতে ও তাঁহাদেরকে অথবা তাঁহাদের নিযুক্ত গোমস্তা কর্ম্মচারীকে চেক দাখিলা গ্রহণে খাজানা ও অন্যান্য দেনা পাওনা আদায় দিবা। শ্রীমান্ গোবিন্দদাস নাথের সহিত আমার এষ্টেটের ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কি কোন সংক্রান্ত তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই কি তাহাকে আমি কোন ক্ষমতা দিই নাই। তাহাকে আমার এষ্টেটের প্রাপ্য কোন টাকা দিলে কি তাহার আদেশ উপদেশে কোন কার্য্য করিলে আমার এষ্টেট কোন প্রকার দায়ীক হইবে না।

পরম্পরা শুনিতেছি এষ্টেটের অহিতকারী কতকগুলি লোক উক্ত শ্রীমান্ গোবিন্দদাস নাথের যোগে আমার নাম ব্যবহারে উক্ত ম্যানেজারগণকে খাজানাদি দিতে নিষেধ করিতেছে। তাহাদিগকে এতদ্দ্বারা সাবধান করিয়া দিতেছি যে তাহারা ঐরূপ কার্য্য না করে এবং প্রজাবর্গ যেন তাহাদিগকে কোন খাজানা না দেয়, দিলে প্রজাগণ কোন খাজানাদি এষ্টেটের প্রাপ্যের মজুরা পাইবে না। ইতি সন ১৩৩৪ সাল তারিখ ৩১শে শ্রাবণ।

শ্রীনিত্যকালী দাসী

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

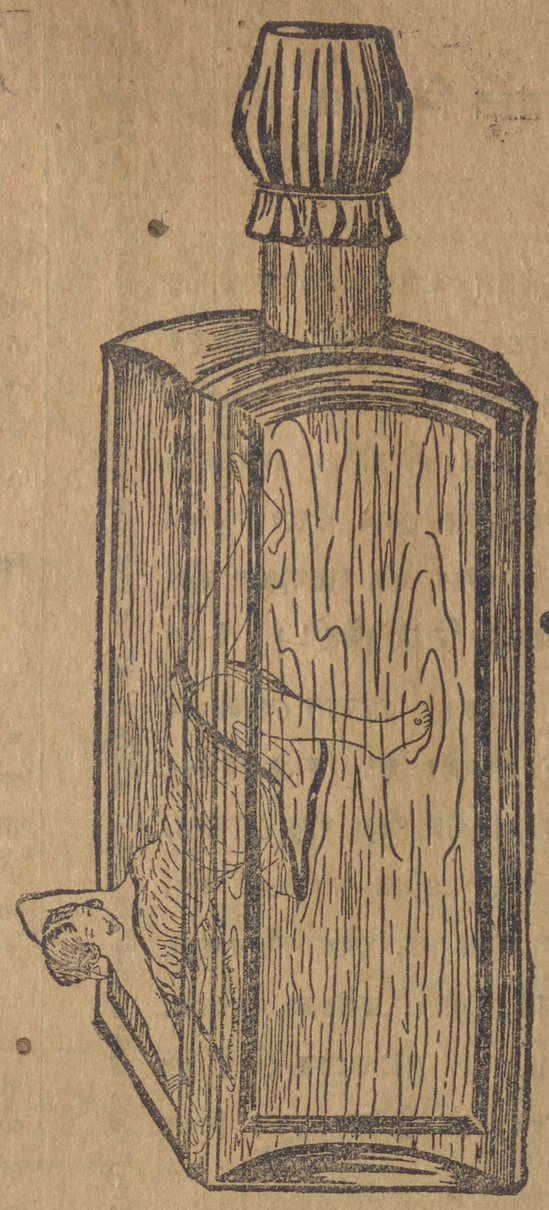

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস
চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কাটাগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ॥০ আনা।] [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেন্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারুণ দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুন:— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেুটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

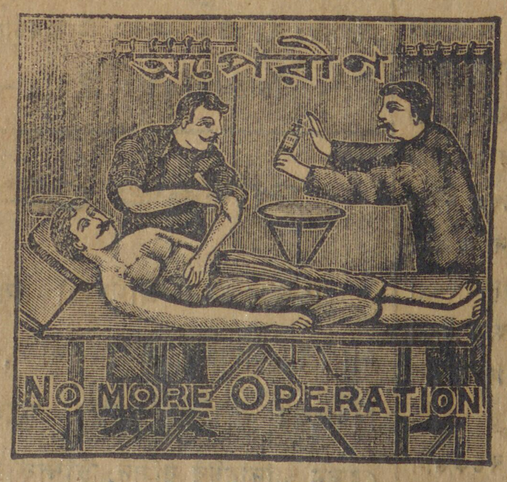

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।